যাঁদের বিশেষ অবদানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি

উইলিয়াম কেরী (১৭৬২-->১৮৩৪)

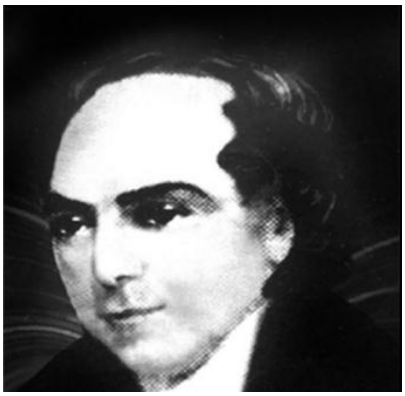

জন্ম--> ইংল্যান্ডের নর্দামটনশায়ারে।

বিশেষ অবদান:

তিনি ছিলেন খিস্টধর্ম প্রচারক, বাংলা গদ্য লেখক ও বাংলা মুদণের প্রবর্তক।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ চালু হলে তিনি এ বিভাগের অধ্যক্ষের কার্যভার গ্রহণ করেন। বাংলা গদ্যের প্রাথমিক যুগে তিনি গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন এবং সহকর্মীদের দিয়ে পাঠ্যপুসঔক রচনা করান ও সেগুলো মুদণের ব্যবস্থা করেন।

রচনাবলি :

কথোপকথন, ইতিহাসমালা ইত্যাদি।

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-->১৮৩৩)

জন্ম--> হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে।

বিশেষ অবদান:

তিনি ছিলেন সমাজ ও ধর্ম সংস্কারক, চিনঔবিদ ও বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত।

তিনি বাংলা গদ্যে প্রাঞ্জল ভাষারীতির প্রয়োগ ঘটান।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

তিনি গদ্যরীতিকে সর্বপ্রথম পাঠ্যপুসঔকের বাইরে ব্যবহার করেন এবং বিচার বিশেষণে উচ্চতর চিনঔাধারা প্রকাশের বাহন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।

রচনাবলি :

বেদানঔ গ্রন্থ, বেদানঔ সার, ভট্টাচার্যের সহিত বিচার,

গোসামীর সহিত বিচার, প্রবর্তক ও নিবর্তকের সমাদ, পথ্য প্রদান ইত্যাদি।

ঈশরচন্দ গুপ্ত (১৮১২-->১৮৫৯)

জন্ম--> পশ্চিমবঙ্গের কাচড়াপাড়ার শিয়ালডাঙা গ্রামে।

বিশেষ অবদান:

তিনি ছিলেন আধুনিক যুগের প্রথম কবি।

তাঁর কবিতাতেই সর্বপ্রথম আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে।

ইংরেজ সভ্যতার সংসঙর্শে বাঙালি সমাজ ও জীবনের বিপর্যয়ের চিত্র তিনি ব্যঙ্গ ও রঙ্গরসের মাধ্যমে তলে ধরেছেন।

বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম পরিবেশ সচেতন কবি।

রচনাবলি :

প্রবোধ প্রভাকর, হিত প্রভাকর, বোধেন্দু বিকাশ ইত্যাদি।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-->১৮৮৩)

জন্ম--> কলকাতায়।

বিশেষ অবদান:

তিনি প্রথম বাংলা উপন্যাসের রচয়িতা।

তিনি টেকচাঁদ ঠাকুর ছন্দনামে লিখতেন।

তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা করেন।

এ গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি বাংলা গদ্যে প্রথম বারের মতো কথ্য বা চলিত রীতির প্রয়োগ করেন।

এর মাধ্যমে বাংলা গদ্য রীতিতে এক অভিনব লঘুভঙ্গি প্রবর্তিত হয় এবং তা কথ্যরীতির বহুল ব্যবহারের পথ উন্মুক্ত করে।

রচনাবলি :

আলালের ঘরের দুলাল, রামারঞ্জিকা, গীতাঙ্কর, যৎকিঞ্চিৎ, অভেদী, আধ্যাত্মিকা, বামাতোষিণী ইত্যাদি।

ঈশরচন্দ বিদ্যাসাগর (১৮২০-->১৮৯১)

জন্ম--> পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে।

বিশেষ অবদান:

তিনি বাংলা গদ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কারক।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

তিনি কস্যচিত উপযুক্ত ভাইপোষ্য ছদ্মনামে লিখতেন।

তিনি গদ্যের অনুশীলনে সুশৃখিলা, পরিমিতিবোধ ও ধ্বনিপ্রবাহে অবিচ্ছিনতা সঞ্চার করে বাংলা গদ্যরীতিকে উৎকর্ষের এক উচ্চতর পরিসীমায় উনীত করেন।

তিনি বাংলা গদ্যে সার্থক যতিচিহ্নের প্রয়োগ করেন।

রচনাবলি :

বেতালপঞ্চবিংশতি, শকন্তলা, সীতার বনবাস,

ভ্রানিঔবিলাস,ব্যাকরণ কৌমুদী, হিতোপদেশ ইত্যাদি।

মাইকেল মধুস:দন দত্ত (১৮২৪-->১৮৭৩)

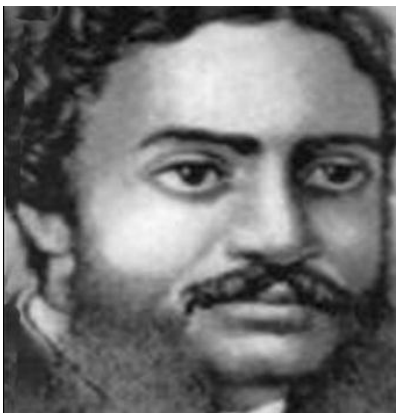

জন্ম--> যশোরের সাগরদাঁড়ী গ্রামে।

বিশেষ অবদান:

বাংলা কাব্য সাহিত্যে তিনিই ছিলেন আধুনিক যুগের প্রকৃত প্রবর্তক।

তিনি খিস্টধর্ম গ্রহণ করে মাইকেল উপাধি গ্রহণ করেন।

তিনি বাংলা কাব্য, নাটক ও প্রহসনে ভাবে ও ভাষায়, বিষয় নির্বাচনে ও প্রকাশ ভঙ্গিতে আধুনিকতার অনন্য সাক্ষর রাখেন।

রচনাবলি :

তাঁর রচিত 'শর্মিষ্ঠা' প্রথম সার্থক নাটক, 'কৃষ্ণকমারী' প্রথম সার্থক ট্যাজেডি ও 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য।

বাংলা কবিতায় তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক।

শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, মেঘনাদবধ কাব্য, বজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা, চতর্দশপদী কবিতাবলী,কৃষ্ণকমারী ইত্যাদি।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-->১৮৯৪)

জন্ম--> কলকাতার নিমতলায়।

বিশেষ অবদান:

তিনি বাংলা সাহিত্যে আধুনিক গীতিকবিতার প্রবর্তক।

রবীন্দনাথ তাঁকে 'ভোরের পাখী' উপাধি দিয়ে ছিলেন।

তিনি গীতিকবিতায় সর্বপ্রথম কবিমনের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও গীতোচ্ছ্বাস বিশুদ্ধভাবে প্রকাশ ঘটান।

তাঁর কাব্যে হৃদয়, প্রেম ও প্রকৃতির অপ:র্ব সমাবেশ প্রথমবারের মতো দেখা যায়।

তাঁর কাব্যেই আধুনিক গীতিকবিতার প্রথম স্ফরণ ঘটে।

রচনাবলি :

বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গ - সন্দর্শন, সঙ্গীত –শতক প্রেমপ্রবাহিনী, বন্ধবিয়োগ ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-->১৮৯৪)

জন্ম--> পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার কঁঠালপাড়া গ্রামে।

বিশেষ অবদান:

তিনি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের স্থপতি।

তিনি 'সাহিত্য সমাট' উপাধিতে ভূষিত।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

প্রাথমিক প্রচেষ্টা ও বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর

প্রথম সার্থক উপন্যাস রচনার কৃতিত্বের দাবিদার বঙ্কিমচন্দ চট্টোপাধ্যায়।

রচনাবলি :

তাঁর রচিত 'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস।

তাঁর উপন্যাসগুলোতেই প্রথম বারের মতো উপন্যাসের প:র্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্য ও আঙ্গিক লক্ষ করা যায়।

দুর্গেশনন্দিনী, কপালকণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ,

কমলাকানেঔর উইল, রাজসিংহ, আনন্দমঠ ইত্যাদি।

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-->১৯১১)

জন্ম→ কষ্টিয়া জেলার লাহিনীপাড়া গ্রামে।

বিশেষ অবদান:

তিনি বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রথম উলেখযোগ্য মুসলিম সাহিত্যিক।

তিনি গাজী মিয়া ছন্দনামে লিখতেন।

তিনি বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমান মানসের নবজাগরণের অগ্রপথিক।

তিনি সমনয়ধর্মী সাহিত্যধারার মুসলিম সাহিত্যিক।

রচনাবলি :

তাঁর রচিত 'রতবতী' উপন্যাস মুসলমান রচিত প্রথম উপন্যাস।

রতবতী, বিষাদসিন্ধ, গাজী মিয়ার বসঔানী, বসনঔকমারী, জমীদার দর্পণ ইত্যাদি।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

রবীন্দনাথ ঠাকুর (১৮৬১-->১৯৪১)

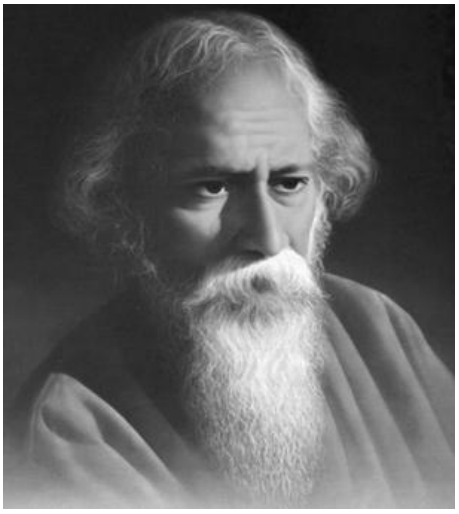

জন্ম--> কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে।

বিশেষ অবদান:

তিনি বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি এবং 'বিশকবি' উপাধিতে ভূষিত।

তাঁর ছদ্মনাম ভানুসিংহ।

তিনি নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত একমাত্র বাঙালি কবি।

কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধসহ সাহিত্যের সকল শাখায় তিনি শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার।

সাহিত্য সাধনায় তিনি বিষয় বৈচিত্র্যে, উৎকর্ষে, ব্যাপকতায় সারা পৃথিবীর কবিসাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার।

রচনাবলি :

সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, ক্ষণিকা, গীতাঞ্জলি, গোরা, ঘরে বাইরে, শেষের কবিতা গল্পগুচ্ছ, রাজা, ডাকঘর রক্তকরবী, কালাশুর ইত্যাদি।

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-->১৯৪৬)

জন্ম→ যশোরে।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

বিশেষ অবদান:

তিনি 'বীরবল' ছদ্মনামে সাহিত্যকর্ম প্রকাশ করতেন।

তিনি বাংলা, ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন।

তিনি চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক।

তাঁর গদ্যরচনা মার্জিত, নাগরিক রুচি, প্রখর বুদ্ধির দীপ্তি, অপ:র্ব বাকচাতর্য ও স্মিত রসিকতায় সমৃদ্ধ।

রচনাবলি :

তাঁর সমঙাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকাকে আশ্রয় করে লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল।

বীরবলের হালখাতা, সনেট পঞ্চাশৎ, চার ইয়ারী কথা, আহুতী,

নীললোহিত, গল্পসংগ্রহ ,প্রবন্ধ সংগ্রহ ইত্যাদি।

শরৎচন্দ চট্টোপাধ্যায়

(১৮৭৬-->১৯৩৮)

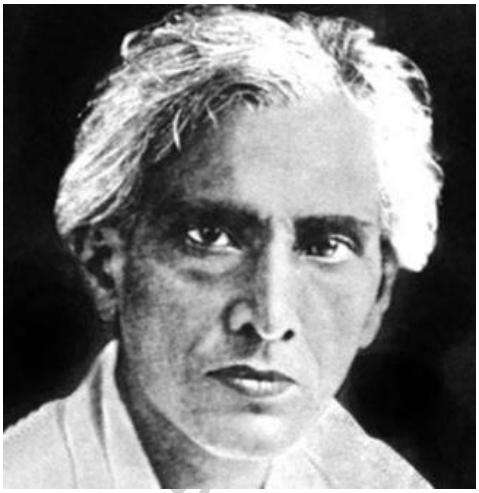

জন্ম--> পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে।

বিশেষ অবদান:

তিনি বাংলা সাহিত্যে অপরাজেয় কথাশিল্পী হিসেবে খ্যাত।

সাধারণ উপেক্ষিত মানুষের অনঔরের মর্মম:লে লুকায়িত ব্যথা ও মানবমনের নিগ:ঢ় আবেদন

সহজ সাবলীল ভাষায় প্রকাশ করে অতঙ্গ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন।

তাঁর প্রতিভার প্রধান শক্তি ছিল জীবনপ্রেম ও মানবিক অনুভূতি এবং মানুষের জন্য মানুষের ভালোবাসা।

রচনাবলি :

বড়দিদি, বিরাজ বৌ, শ্রীকানঔ, দেবদাস,

চরিত্রহীন, গৃহদাহ, দেনা-পাওনা, পথের দাবী ইত্যাদি।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

বেগম রোকেয়া

(১৮৮০--> ১৯৩২)

জন্ম--> রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে।

বিশেষ অবদান:

তিনি মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদ:ত এবং রবীন্দযুগের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ নারী সাহিত্যিক।

তিনি তাঁর বলিষ্ঠ সাহিত্য সাধনার দ্বারা নারী জাগরণ ও নারীর অধিকার আদায়ে সোচ্চার ছিলেন।

তাঁর লেখা মানবজীবনের বেদনাবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার ও জড়তার বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।

রচনাবলি :

পদ্মরাগ, অবরোধবাসিনী, মতিচুর, সুলতানার সপ্ন ইত্যাদি।

ড. মুহম্মদ শহীদুলাহ

(১৮৮৫-->১৯৬৯)

জন্ম--> পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার পেয়ারা গ্রামে।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

বিশেষ অবদান:

তিনি ছিলেন একাধারে ভাষাবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী, গবেষক ও শিক্ষাবিদ।

বাংলা ভাষা, ভাষার ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি অপরিসীম অবদান রেখেছেন।

রচনাবলি :

'বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' সমঙাদনা তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান একটি কাজ।

বাংলা সাহিত্যের কথা, বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত, রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম, ভাষাতত্ত্ব, ভাষা ও সাহিত্য ইত্যাদি।

সত্যেন্দনাথ দত্ত (১৮৮২-->১৯২২)

জন্ম--> কলকাতার নিমতা গ্রামে।

বিশেষ অবদান:

তিনি 'ছন্দের রাজা' ও 'ছন্দের যাদুকর' নামে খ্যাত।

দেশাত্মবোধ, শক্তির সাধনা ও মানবতার বন্দনা তাঁর কবিতার ভাববস্তু।

সমাজের তচ্ছ মানুষকে নিয়ে কবিতা রচনার প্রথম কৃতিত্ব তাঁর।

তাঁর সাতন্য ধরা পড়েছে কবিতার বিষয়বস্তু, ছন্দ-কৌশল, শব্দ ও ভাষা ব্যবহারের কারুকার্যে।

রচনাবলি :

সবিতা, বেণু ও বীণা, কহু ও কেকা, তলির লিখন, তীর্থ সলিল, মণি মঞ্জুষা, তীর্থরেণু ইত্যাদি।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

সুনীতিকমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-->১৯৭৭)

জন্ম--> হাওড়া জেলার শিবপুরে।

বিশেষ অবদান:

তিনি ছিলেন শিক্ষাবিদ, ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক।

তিনি রবীন্দনাথ ঠাকর কর্তৃক 'ভাষাচার্য' উপাধিতে ভূষিত।

বাংলা ভাষাতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বে তিনি ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী।

তাঁর রচিত বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সমঙর্কিত "The Origin and Development of the Bengali Language" গ্রন্থটি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক।

রচনাবলি :

Bengali Phonitic Reader, ভারত-সংস্কৃতি, জাতি সাহিত্য-সংস্কৃতি, ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা,রবীন্দ সঙ্গমে ইত্যাদি।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-->১৯৭৬)

জন্ম--> পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চরুলিয়া গ্রামে।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

বিশেষ অবদান:

তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি।

'বিদোহী কবি' হিসেবেও তিনি সমধিক পরিচিত।

তিনি তাঁর সাহিত্য রচনায় সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ, অধিকার আদায় ও শাসক শ্রেণীর শোষণ নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর কবিতার মূল উপজীব্যই ছিল সকল অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদোহ ঘোষণা।

রচনাবলি :

অগিবীণা, বিষের বাঁশী, ধূমকেতু, সর্বহারা, সাম্যবাদী, চক্রবাক, যুগবাণী, রাজবন্দীর জবানবন্দী, বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষধা, ব্যথার দান, রিক্তের বেদন ইত্যাদি।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-->১৯৫৪)

জন্ম--> বরিশালে।

রবীন্দ প্রভাবমুক্ত তিরিশোত্তর নবীন কবিদের তিনি অন্যতম পথিকৃৎ।

'রূপসী বাংলার কবি' হিসেবে তিনি সমধিক খ্যাত।

বাংলার ঐতিহ্যময় প্রকৃতি তাঁর কাব্যে রূপময় হয়ে উঠেছে।

রবীন্দবলয় মুক্ত হয়ে তিনি বাংলা কাব্যে নতন ভুবন সৃষ্টি করেছিলেন।

তাঁর কাব্যে ছড়িয়ে আছে আধুনিক নাগরিক জীবনের হতাশা, নিঃসঙ্গতা, বিষাদ ও সংশয়।

রচনাবলি :

ঝরাপালক, ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, রূপসী বাংলা বেলা অবেলা কালবেলা ইত্যাদি।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-->১৯৭৬)

জন্ম--> ফরিদপুর জেলার তামুলখানা গ্রামে।

বিশেষ অবদান:

তিনি 'পল্লীকবি' নামে খ্যাত।

তিনি রবীন্দ কাব্যধারার পাশে গ্রামবাংলার সহজ সরল জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কানাকে নতুন মহিমায় কাব্যমূল্য দান করেছেন। পলীজীবনের প্রকৃত ছবি সহজ সতেজ শব্দ, উপমা এবং চিত্রকল্প তাঁর কবিতায় ফটে উঠেছে।

রচনাবলি :

নকশী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট, বালুচর, ধানখেত, রাখালী, চলে মুসাফির, বেদের মেয়ে, বোবা কাহিনী ইত্যাদি।

সুফিয়া কামাল (১৯১১-->১৯৯৯)

জন্ম--> কমিলায়।

বিশেষ অবদান:

তিনি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মহিলাকবি ও নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

আধুনিক নারী লেখিকাদের তিনি আদর্শ সরূপ।

সাহিত্য সাধনা ও নারী আন্দোলনে বতী হয়ে তিনি শুধু শ্রেষ্ঠ মহিলাকবি

হিসেবেই নন বাংলাদেশের জনমানসে ভাসর হয়েছেন জননন্দিত মাতৃম:র্তিরূপে।

তাঁর কবিতায় পলী ও প্রকৃতি আপন বৈশিষ্ট্যে ফটে উঠেছে।

রচনাবলি :

মায়া কাজল, সাঁঝের মায়া, কেয়ার কাঁটা, উদাত্ত পৃথিবী ইত্যাদি।

শওকত ওসমান (১৯১৭-->১৯৯৮)

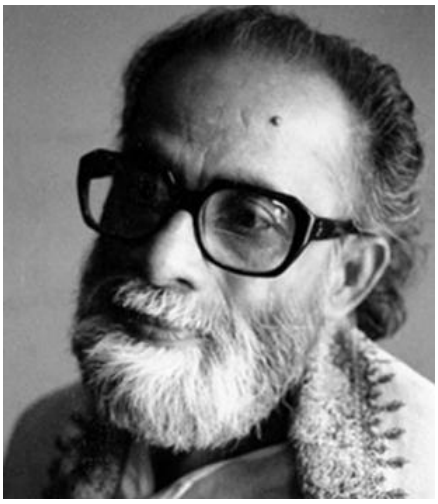

জন্ম--> পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার সবলসিংহপুর গ্রামে।

বিশেষ অবদান:

তিনি বাংলাদেশের খ্যাতিমান কথাসাহিত্যিকদের অন্যতম।

আসল নাম শেখ আজিজুর রাহমান।

তিনি উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, অনুবাদ ইত্যাদি বৈচিত্র্যপ:র্ণ ক্ষেত্রে সীয় প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছেন।

তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সহজ এবং

তীক্ষ সমাজসচেতনতা ও প্রগতিশীল চিনঔধারার অনন্য সাক্ষর।

রচনাবলি :

ক্রীতদাসের হাসি, জননী, জাহানাম হইতে বিদায়, দুই সৈনিক, ঈশরের প্রতিদ্বন্দ্বী, আমলার

মামলা, বাগদাদের কবি ইত্যাদি।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-->১৯৬৯)

জন্ম--> পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার মরিচা গ্রামে।

বিশেষ অবদান:

তিনি একাধারে শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও ভাষাবিজ্ঞানী।

বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ।

'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' গ্রন্থখানি তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

এতে তিনি ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে পাশ্চাত্যের জ্ঞান অত্যনঔ সফলভাবে বাংলা ভাষায় প্রয়োগ করেন এবং ধ্বনির গঠন, উচ্চারণ ও ব্যবহারবিধির বৈজ্ঞানিক বিশেষণে গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন।

রচনাবলি :

সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিলাতে সাড়ে সাতশ' দিন, তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা, ভাষা ও সাহিত্য,

মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-->১৯৭১)

জন্ম--> মানিকগঞ্জে।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

বিশেষ অবদান:

তিনি একাধারে শিক্ষাবিদ, নাট্যকার, বাগ্মী ও সমালোচক।

প্রবন্ধ, অনুবাদ প্রভৃতি শাখায় যথেষ্ঠ অবদান থাকলেও বাংলা নাট্যসাহিত্যে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

'কবর' নাটকের উনত ধরনের আঙ্গিক এবং ক্ষরধার সংলাপের জন্য বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক হিসেবে সীকৃত। বাংলাদেশের নাটকের দিক নির্দেশনায় তাঁর অবদান সর্বাধিক।

রচনাবলি :

রক্তাক্ত প্রান্তর, চিঠি, কবর, দণ্ডকারণ্য, মীর মানস, তলনামূলক সমালোচনা, বাংলা গদ্যরীতি ইত্যাদি।

শামসুর রাহমান (১৯২৯-->২০০৬)

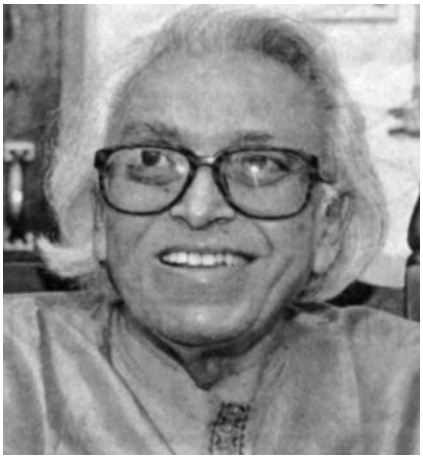

জন্ম--> ঢাকায়।

পৈতৃক নিবাস--> নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার পাড়াতলী গ্রামে।

বিশেষ অবদান:

তিনি আধুনিক কালের কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের প্রাত্যহিক হতাশা, বিচ্ছিনতা,

বৈরাগ্য ও সংগ্রাম মনস্কতা তাঁর কবিতায় বিধৃত।

তাঁর কবিতায় অতি আধুনিক কাব্যধারার বৈশিষ্ট্য সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

তাঁর কাব্যে আধুনিকতার যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে এবং তিনি তাঁর কাব্যকে সামঞ্জতিকতম

বিবর্তনের সঙ্গে সংযুক্ত করে গেছেন।

রচনাবলি :

প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যর আগে, রৌদ করোটিতে, বিধ্বস্ত নীলিমা, বন্দী শিবির থেকে, বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে, নিরালোকে দিব্যরথ, অক্টোপাস ইত্যাদি।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

জহির রায়হান (১৯৩৫ --> ১৯৭২)

জন্ম--> ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে।

বিশেষ অবদান:

তিনি ছিলেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র পরিচালক।

তাঁর গল্প উপন্যাসে যেমন আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্ব সংঘাতময় নাগরিক জীবনের চিত্র রূপায়িত হয়েছে তেমনি আবহমান বাংলার গ্রামীণ জীবনধারা পরিস্ফটিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাসের ভাষা ঋজু ও সাবলীল এবং স্থানে স্থানে কাব্যগুণমণ্ডিত।

রচনাবলি :

শেষ বিকেলের মেয়ে, আরেক ফাল্গুন, বরফ গলা নদী, হাজার বছর ধরে, তৃষ্ণা, সূর্য গ্রহণ ইত্যাদি।

আল মাহমুদ (১৯৩৬ -->)

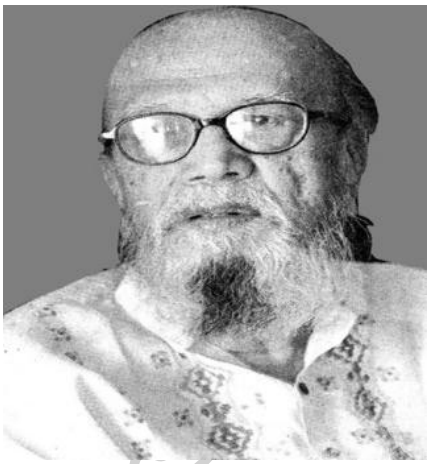

জন্ম--> বাক্ষণবাড়িয়া জেলার মোড়াইল গ্রামে।

সামগ্রিক কালের জীবিত কবিদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার।

তাঁর কবিতায় লোকজ শব্দের সুনিপুণ প্রয়োগ যেমন লক্ষণীয় তেমনি তাঁর কবিতায় রয়েছে ঐতিহ্যপ্রীতি। যুগবন্দনার প্রতিফলনও তাঁর কাব্যে ঘটেছে।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

তাঁর কাব্যে বাংলাদেশের ঘরোয়া জীবনচিত্র প্রাণবনঔরূপে ফটে উঠেছে।

রচনাবলি :

লোক লোকানঔর, কালের কলস, সোনালী কাবিন, পানকৌড়ির রক্ত, নিশিন্দা নারী, আগুনের মেয়ে, কবি ও কোলাহল ইত্যাদি।

নির্মলেন্দু গুণ (১৯৪৫ -->)

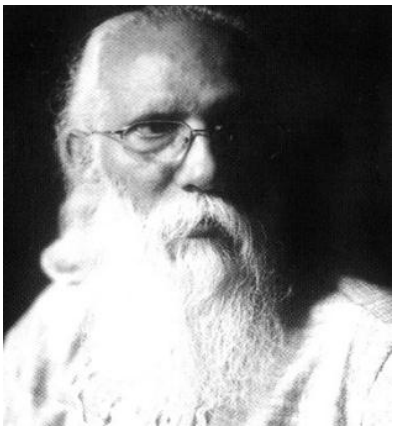

জন্ম--> নেত্রকোণা জেলার বারহাট্টা থানার কাশবন গ্রামে।

বর্তমান কালের কবিদের মধ্যে তিনি বিশেষভাবে উলেখযোগ্য।

তিনি সাধারণ মানুষের জীবন ও প্রেমের রূপকার।

তাঁর অধিকাংশ কবিতায় বাংলার গণমানুষের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনান্দোলনের কথা সুনিপুণভাবে ফটে উঠেছে।

রচনাবলি :

প্রেমাংশুর রক্ত চাই, না প্রেমিক না বিপবী, চৈত্রেরভালোবাসা, চাষাভূষার কাব্য, দুর হ দুঃশাসন, আনন্দ উদ্যান ইত্যাদি।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

হুমায়ুন আজাদ

(১৯৪৭-->২০০৪)

জন্ম--> মুন্সিগঞ্জ জেলার রাঢ়ীখালে।

বিশেষ অবদান:

তিনি ছিলেন বহুমাত্রিক লেখক ও ভাষাতাত্ত্বিক।

তিনি ছিলেন বর্তমান সময়ের প্রখ্যাত কবি ও ঔপন্যাসিক।

ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য-সমালোচনা, কাব্যসাহিত্য ও শিশুসাহিত্যে তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমী ধারার লেখক।

নীতির প্রশে তিনি ছিলেন আপসহীন। তাই তিনি ছিলেন বিতর্কিত ও প্রথাবিরোধী।

রচনাবলি :

অলৌকিক স্টীমার, সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে, আমি বেঁচেছিলাম অন্যদের সময়ে, ছাপ্পান হাজার বর্গমাইল, সবকিছু ভেঙে পড়ে, পাক সার জমিন সাদ বাদ ইত্যাদি।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

বাংলার সব কবি

১। শাহ মুহাম্মদ সগীর:

শাহ মুহম্মদ সগীর আনুমানিক ১৪-১৫শ শতকের কবি। তিনি প্রথম মুসলিম কবি ছিলেন। তিনি গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে (১৩৮৯-১৪১১ খ্রিস্টাব্দে) ইউসুফ-জোলেখা কাব্য রচনা করেন। তিনি কাব্যচর্চায় সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন।তাঁর কাব্যে ধর্মীয় পটভুমি থাকলেও তা হয়ে উঠেছে মানবিক প্রেমোপাখ্যান।

২।মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩):

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম যশোর জেলার সাগরদাড়ি গ্রামর ১৯২৪ সালে।
তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার জনক। খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহন করায় তাঁর নামের আগে 'মাইকেল' মানটি যুক্ত হয়েছে।
'চতুর্দশপদী কবিতাবলী', তিলোত্তমানম্ভব, বীরাঙ্গনা ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।
১৮৭৩ সালে মৃত্যুবরন করেন।
* মাইকেল মধুসূদন দত্তের ১২টি কবিতা।

৩। নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯):

নবীনচন্দ্র সেনের জন্য ১৮৪৭ সালে চট্টগ্রাম জেলার নয়াপাড়ায় । তিনি উনিশ শতকের বিশিষ্ট কবি। 'পলাশীর যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস,অনিতাভ ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিকর্ম। তিনি ১৯০৯ সালে মারা যান।

৪। অক্ষয় কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯):

অক্ষয় কুমার বড়ালের জন্ম ১৮৬০ সালে কলকাতার চোরবাগান এলাকায়। রবিন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবি হওয়া সত্ত্বেও অক্ষয় কুমার বড়াল রবিন্দ্রনাথের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হননি। 'কনককাঞ্জলি,'ভুল',শঙ্খ,'এষা' তাণনর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। ১৯১৯ সালে তিনি মারা যান। * অক্ষয় কুমার বড়ালের কবিতার লিংক

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

৫।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১):

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম কলকাতার জোড়াসাকোঁর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে ১৮৬১ সালের ৭ মে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭ – ১৯০৫) ও সারদা দেবীর (১৮৩০ – ১৮৭৫) ত্রয়োদশ জীবিত সন্তান রবীন্দ্রনাথের জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। ঠাকুর পরিবার ছিল ব্রাহ্ম "আদি ধর্ম" মতবাদের প্রবক্তা।

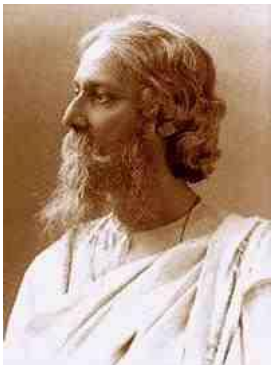

গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন তিনি।নোবেল ফাউন্ডেশন তাঁর এই কাব্যগ্রন্থটিকে বর্ণনা করেছিল একটি "গভীরভাবে সংবেদনশীল, উজ্জ্বল ও সুন্দর কাব্যগ্রন্থ" রূপে।

'সোনার তরী', চিত্রা, বলাকা, মানসী, কল্পনা, গীতাঞ্জলি ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগন্থ।

তিনি ১৯১৩ সালে এশিয়ার সর্বপ্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরুস্কার পান।

১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট তিনি মারা যান।

*রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে পূনাঙ্গ ওয়েব সাইট, তাঁর সকল লেখাই এখানে পাওয়া যাবে।

* শেষের কবিতার অডিও লিংক

৬। কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১) :

কায়কোবাদের জন্ম ১৮৫৭ সালে ঢাকা গেলার নবাবগঞ্জের আগলা গ্রামে। 'শিব মন্দির', অমিয় ধারা', মহরম শরীফ ইত্যাদি তাঁর উল্লেখজোগ্য কাব্যগ্রন্থ। ১৯৫১ সালে তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরন করেন।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

৭ ।সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২):

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম ১৮৮২ সালে কলকাতার নিমতা গ্রামে,

‘বেনু ও বীণা’, হোমশিখা, কুহু ও কেকা, বিদায়-আরতি ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

১৯২২ সালে তিনি মারা যান।

৮। সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩)

সুকুমার রায়ের জন্ম ১৮৮৭ সালের ৩০শে অক্টোবর, কলকাতার এক ব্রাহ্ম পরিবারে।

‘আবোল তাবোল’,'পাগলা দাশু’,'হেশোরাম হুশিয়ারের ডায়েরি’,'হ য ব র ল’ তাঁর উল্লেখযোগ্য কাবগ্রন্থ।

তিনি ১৯২৩ সালে ভারতের কলকাতায় মারা যান।

৯। কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬):

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালে ২৫ মে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহন করেন।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

অগ্নি-বীণা, বিষের বাঁশি, ছায়ানট, প্রলয়-ষিখা, চক্রবাক, সিন্ধু-হিন্দোল ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে কুমিল্লা থেকে কলকাতা ফেরার পথে নজরুল দুটি বৈপ্লবিক সাহিত্যকর্মের জন্ম দেন। এই দুটি হচ্ছে বিদ্রোহী কবিতা ও ভাঙ্গার গান সঙ্গীত। এগুলো বাংলা কবিতা ও গানের ধারাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিল।

বিদ্রোহী কবিতার জন্য নজরুল সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। একই সময় রচিত আরেকটি বিখ্যাত কবিতা হচ্ছে *কামাল পাশা*। এতে ভারতীয় মুসলিমদের খিলাফত আন্দোলনের অসারতা সম্বন্ধে নজরুলে দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমকালীন আন্তর্জাতিক ইতিহাস-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯২২ সালে তার বিখ্যাত কবিতা-সংকলন অগ্নিবীণা প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থ বাংলা কবিতায় একটি নতুনত্ব সৃষ্টিতে সমর্থ হয়, এর মাধ্যমেই বাংলা কাব্যের জগতে পালাবদল ঘটে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এর প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে গিয়েছিল। পরপর এর কয়েকটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থের সবচেয়ে সাড়া জাগানো কবিতাগুলোর মধ্যে রয়েছে: "*প্রলয়োল্লাস, আগমনী, খেয়াপারের তরণী, শাত-ইল্-আরব, বিদ্রোহী, কামাল পাশা*" ইত্যাদি। এগুলো বাংলা কবিতার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

নজরুলের প্রথম গদ্য রচনা ছিল "*বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী*"। ১৯১৯ সালের মে মাসে এটি সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সৈনিক থাকা অবস্থায় করাচি সেনানিবাসে বসে এটি রচনা করেছিলেন। এখান থেকেই মূলত তার সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত ঘটেছিল। এখানে বসেই বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছেন। এর মধ্যে রয়েছে: "*হেনা, ব্যাথার দান, মেহের নেগার, ঘুমের ঘোরে*"। *১৯২২ সালে নজরুলের একটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয় যার নাম* ব্যথার দান *। এছাড়া একই বছর প্রবন্ধ-সংকলন* যুগবাণী *প্রকাশিত হয়।*

১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট তিনি ঢাকায় মারা যান।

দার্শনিক ধারাবাঙালি পুনর্জাগরণ প্রধান উৎসাহকবিতা, সঙ্গীত, রাজনীতি, সমাজ * কাজী নজরুল ইসলামের ৩৮টা কবিতা।

১০। জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯- ১৯৫৪): :

জীবনানন্দ দাশের জন্ম বরিশালে ১৮৯৯ সালে।

ধুসর পান্দুলিপি, বনলতা সেন, সাতটি তারার তিমির, বেলা অবেলা কালবেলা ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। ১৯৫৪ সালে কলকাতায় ট্রাম দুর্ঘটনায় মারা যায়।

* ব্লগার র হাসান ০৮ ই সেপ্টেম্বর, জীবনানন্দ দাশের সব কবিতা নিয়ে একটা পোষ্ট দিয়েছেন।

www.bcsourgoal.com.bd

১১। জসীম উদ্দীন

(১৯০৩-১৯৭৬): জসীম উদ্দীন জন্ম ১৯০৩ সালে ফরিদপুরের তাম্বুলখানা গ্রামে।

'নকশী কাঁথার মাঠ', সোজন বাদিয়ার ঘাট, বালুচর, ধানক্ষেত, রঙিলা নায়ের মাঝি ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

তিনি ১৯৭৬ সালে ঢাকায় মৃত্যুবরন করেন।

* জসীম উদ্দীনের ২২টা কবিতা।

১২। বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) :

বুদ্ধদেব বসু ১৯০৮ সালে কুমিল্লায় জন্মগ্রহন করেন।

অভিনয়, অভিনয় নয়, রেখাচিত্র, হাওয়া বদল ,শ্রেষ্ঠ গল্প ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

১৯৭৪ সালে উনি মারা যান। * বুদ্ধদেব বসুর কিছু কবিতা।

১৩। সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯) :

সুফিয়া কামাল ১৯১১ সালে বরিশালে জন্মগ্রহন করেন।

সাঁঝের মায়া, মায়া কাজল, কেয়ার কাঁটা, উদাত্ত পৃথিবী ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

তিনি ১৯৯৯ সালে ঢাকায় মৃত্যুবরন করেন।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

আজিকার শিশু

সুফিয়া কামাল

আমাদের যুগে আমরা যখন খেলেছি পুতুল খেলা
তোমরা এ যুগে সেই বয়সেই লেখাপড়া কর মেলা।
আমরা যখন আকাশের তলে ওড়ায়েছি শুধু ঘুড়ি
তোমরা এখন কলের জাহাজ চালাও গগন জুড়ি।
উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু সব তোমাদের জানা
আমরা শুনেছি সেখানে রয়েছে জিন ,পরী, দেও, দানা।
পাতালপুরীর অজানা কাহিনী তোমরা শোনাও সবে
মেরুতে মেরুতে জানা পরিচয় কেমন করিয়া হবে।
তোমাদের ঘরে আলোর অভাব কভু নাহি হবে আর
আকাশ-আলোক বাঁধি আনি দূর করিবে অন্ধকার।
শস্য-শ্যামলা এই মাটি মা'র অঙ্গ পুষ্ট করে
আনিবে অটুট স্বাস্থ্য, সবল দেহ-মন ঘরে ঘরে।
তোমাদের গানে, কল-কলতানে উছসি উঠিবে নদী-
সরস করিয়া তৃণ ও তরুরে বহিবে সে নিরবধি
তোমরা আনিবে ফুল ও ফসল পাখি-ডাকা রাঙা ভোর
গাঁ করিবে মধুময়, প্রাণে প্রাণে বাঁধি প্রীতিডোর।

১৪। আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫):

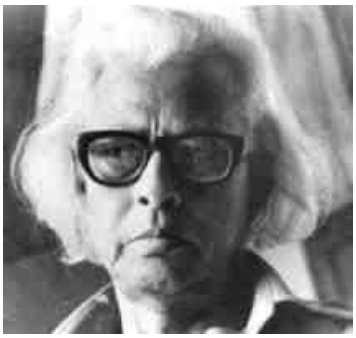

আহসান হাবীব ১৯১৭ সালে পিরোজপুরের শংকরপাশা গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। ছায়াহরিণ, সারাদুপুর, আশার বসতি, মেঘ বলে চৈত্রে যাব ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। তিনি ১৯৮৫ সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। *আহসান হাবীব ১১টি কবিতা।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

১৫। সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭) :

সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৯২৬ সালে কলকাতায়।

ছাড়পত্র, ঘুম নেই, পূর্বাবাস তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

তিনি ১৯৪৭ সালে মাত্র একুশ বছর বয়সে প্রতিভাবান এ কবির অকালমৃত্যু হয়।

* সুকান্ত ভট্টাচার্যের ১৬টি কবিতা।

১৬।শামসুর রাহমান (১৯২৯- ২০০৬):

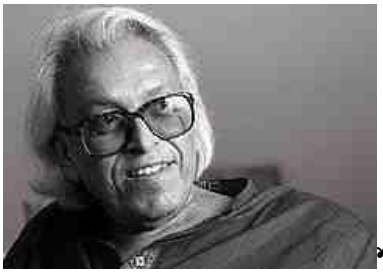

শামসুর রাহমান ১৯২৯ সালে ঢাকায়।

এক ফোঁটা কেমন অনল, প্রথম গান, নিজ বাসভূমে, বন্দী শিবির থেকে, বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

তিনি ১৭ আগস্ট ২০০৬ সালে ঢাকায় মারা যান।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

১৭। শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৪-১৯৯৫) :

শক্তি চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৪ ২৫ নভেম্বর জন্মগ্রহন করেন।

সোণার মাছি খুন করেছি, অন্ধকার নক্ষত্রবীথি তুমি অন্ধকার, হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

তিনি ১৯৯৫ সালে মৃত্যবরণ করেন।

*শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ১০টি কবিতা।

১৮।সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়(১৯৩৪-):

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (জন্ম সেপ্টেম্বর ৭, ১৯৩৪) ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের একজন জনপ্রিয় বাঙালি লেখক এবং কবি।

তিনি নীললোহিত, নীল উপাধ্যায় এবং সনাতন পাঠক ছদ্মনামেও অনেক লেখা লিখেছেন ।

*সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ৩২টি কবিতা।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

১৯।আল মাহমুদ (১৯৩৪-):

আল মাহমুদ ১৯৩৬ সালে ব্রাম্মণবাড়িয়া জেলার মুভাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করে।
লোক লোকান্তর, কালের কলসি, সোনালী কাবিন ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

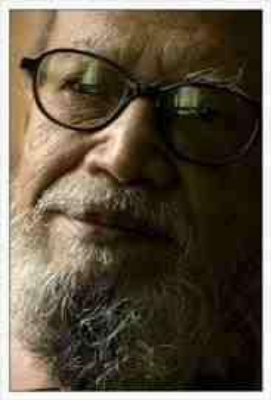

* আল মাহমুদের ১৭টি কবিতা।

২০। নির্মলেন্দু গুণ (১৯৪৫-):

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

নির্মলেন্দু গুণ জন্ম গ্রহণ করেন ২১ জুন ১৯৪৫ নেত্রোকোনা জেলার কাশবন গ্রামে।

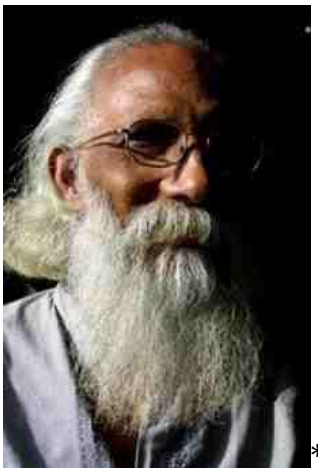

*নির্মলেন্দু গুণ ৩০টি কবিতা।

২১। হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪): হুমায়ুন আজাদ (জন্ম: ২৮শে এপ্রিল, ১৯৪৭ (১৪ই বৈশাখ, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ), রাড়িখাল,

বিক্রমপুর। তিনি ২০০৪ সালে জার্মানীতে মারা গেছেন।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

(ইন্টারনেট হতে সংগ্রহীত)

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd